খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 81 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 6 March, 2026 ● ২১ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোনঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্যঃ ৩ টাকা ● Page 4

বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলো সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলো সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও মান সম্পন্ন আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত পরিকাঠামো এবং দক্ষ মানব সম্পদের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী করা হচ্ছে। আজ এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচনা করে এ.জি.এম.সি কাউন্সিল ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালে আজ যে তিনটি স্বাস্থ্য পরিষেবার সূচনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ১৬ শয্যা বিশিষ্ট রেসপিরেটরি অ্যান্ড জেরিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, ট্রমা সেন্টার অপারেশন থিয়েটার এবং নবনির্মিত লেবার রুম কাম ও.বি.এস. অ্যান্ড গাইনো ও.টি. কমপ্লেক্স। তিনি বলেন, এই পরিষেবাগুলি চালু হওয়ার ফলে রোগীদের উন্নত ও সময়োপযোগী চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা আরও সহজ হবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক মনিটরিং ব্যবস্থা এবং অত্যাধুনিক লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম সম্বলিত রেসপিরেটরি ও

জেরিয়াট্রিক আই.সি.ইউ. চালু হওয়ার ফলে শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতা এবং বার্ধক্যজনিত গুরুতর অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই পরিষেবা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভবিষ্যতে ৩২০টির উপর আইসিইউ-এর শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হবে। দ্বিতীয় পরিষেবা প্রসঙ্গে জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ট্রমা সেন্টারের অপারেশন থিয়েটার চালু করা স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে এখন থেকে ২৪ ঘন্টা জরুরি অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হবে। এখানে রোগীদের নিউরো সার্জন, জেনারেল সার্জন এবং অর্থোপেডিক সার্জন সহ বিভিন্ন ট্রমা বিশেষজ্ঞদের পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ থাকবে। এর ফলে সড়ক দুর্ঘটনা বা অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ও কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।নবনির্মিত লেবার রুম কাম ও.বি.এস. অ্যান্ড গাইনো ও.টি. কমপ্লেক্স সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মা এবং নবজাতকের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রসূতি মা ও নবজাতকের জন্য উন্নত নিরাপদ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, গত কয়েক বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৭২৭ থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ১, ৪১৩টি করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, কমিউনিকেবল ডিজিজ সেন্টার এবং বিশেষ ওয়ার্ড নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে এইমসের সাথে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করার সুযোগ চালু করা হয়েছে। সুপার স্পেশালিটি বিভাগে সুযোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা এখন রাজ্যেই সম্ভব হচ্ছে। এরফলে রোগীদের বাইরে চিকিৎসা করানোর প্রবণতাও অনেক হ্রাস পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে চিকিৎসা শিক্ষার পরিধিও ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ১১৯টি করা হয়েছে। পাশাপাশি মহকুমাস্তরের, জেলাস্তরের হাসাপাতাল, ডেন্টাল কলেজ সহ অন্যান্য চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নতি করা হচ্ছে। মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে ইতিমধ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন করার কাজ শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে লিভার ও হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট করার পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যে 'ত্রিপুরা হেলথ ইউনিভার্সিটি' স্থাপনের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। চিকিৎসক এবং নার্সদের দক্ষতা উন্নয়নের স্বার্থে ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে নতুন দিল্লিস্থিত এইমসে তিন মাসের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এই প্রশিক্ষণপর্ব চলবে। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন সফলতার চিত্র যেমন, সিপাহীজলা এবং খোয়াইয়ে নতুন জেলা হাসপাতাল স্থাপন, রাজ্যে হোমিও ও আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল স্থাপন, কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া, ভারত মাতা ক্যান্টিন চালু করা, আরও নতুন ট্রমা কেয়ার সেন্টার চালুর উদ্যোগ, বিশ্রামগঞ্জে নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট টার্শিয়ারি আইকেয়ার হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা, মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য যোজনায় নন-কমিউনিকেবল রোগের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের উপরও আলোকপাত করেন।

ক্ষমতাসীন সরকারের অন্দরেই সাপে নেউলে ছোবল

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। রাজনীতির দায়িত্ব সামলাবেন নাকি দলের কর্মীদের মধ্যেকার বিবাদ --- সেটা নিয়েই এখন দুশ্চিন্তায় খোদ ত্রিপুরা বিজেপি শিবির। কিছুদিন আগে একই চিত্র ধরা দেয় পশ্চিমবঙ্গে ও। সব মিলিয়ে বিজেপি মানেই যেন গোষ্ঠী বিবাদ, তাও আবার নিজেদের মধ্যেই। তাছাড়া শরিকের সাথে ও এই মুহূর্তে বিজেপির সাপে নেউলে সম্পর্ক। রাজ্যে বিগত কয়েক বছরে মাত্রা ছারিয়ে গেছে এই বিবাদ। বৃহস্পতিবারে ও রাজ্যের দু দুটি প্রান্ত থেকে উঠে এসেছে এই একই খবর। প্রথমত, রামচন্দ্রঘাট এলাকার বিজেপি দলীয় মণ্ডল এর পক্ষ থেকে উঠে এসেছে এই অভিযোগ। বিবরনে প্রকাশ, ৮ই মার্চ রামচন্দ্র ঘাট মন্ডলের উদ্যোগে একটি বাইক রেলি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেই রেলি বাঞ্চাল করতে নাকি ছক কষছে শরিক তিপ্রা মথা। এই বাইক রেলিকে বানচাল করার জন্যই রামচন্দ্র ঘাট মন্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি রূপক ঘোষের উপর আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও সূত্র মারফত খবর ছিল নিগু বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করেই এই মার ধরের ঘটনা। তবে মন্ডল সভাপতি সুকেশ দেববর্মা এবং মন্ডল সম্পাদক মনোজ দেব জানিয়েছেন বাইক রেলী বাণচলের জন্যই এই মারধোর সংগঠিত হয়েছে। গোটা ঘটনাটি নিয়ে খোয়াই থানাতে একটি মামলা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কৈলাশহরে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল নতুন করে নিন্দার ঝড় তুলেছে। শাসক বিজেপি দলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে হোলির দিনেও কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে কৈলাসহর। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত কৈলাসহরের শহর এলাকা। ৪ঠা মার্চ বুধবার হোলিতে যখন সবাই মত্ত ছিলো তখন সন্ধ্যার প্রাকমুহূর্তে কৈলাসহর পুর পরিসদের একটি বাইক রেলি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেই রেলি বাঞ্চাল করতে নাকি ছক কষছে শরিক তিপ্রা মথা। এই বাইক রেলিকে বানচাল করার জন্যই রামচন্দ্র ঘাট মন্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি রূপক ঘোষের উপর সন্ধ্যার প্রাকমুহূর্তে পাশের এলাকার সায়ন চন্দ্র সহ চার পাঁচজন যুবক অমিতের বাড়িতে এসে অমিতকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে। অমিতের চিৎকার চেচামেচি শোনে অমিতের স্ত্রী এবং অমিতের ১৬বছরের মেয়ে ছুটে এসে অমিতকে রক্ষা করতে চাইলে অমিতের স্ত্রীকে এবং ১৬বছরের নাবালিকাকেও বেধড়ক মারধর করে বলে জানান অমিত দাস। অন্যদিকে এলাকার নাগরিকরা অভি নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তোলে দিয়েছে। জানা গেছে অভিযুক্তরা ও একই দলের কর্মী। এই ঘটনা গুলো দর্শাচ্ছে বিজেপি মথা জোট সরকারের প্রকৃত ছবি। রাজ্যে সুশাসনের বুলি আউরানো সরকার নিজেদের আভ্যন্তরীণ জটিলতার সমাধান করতে গিয়েই হিমশিম খাচ্ছে। বিজেপির অনুগতদের অনেকেই এই ৮ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দল থেকে বিদায় নিয়েছে। আসন্ন ২০২৮ এর ভোটের প্রাক মুহূর্ত অব্দি সংগঠন কে ধরে রাখতে পারবে তো বিজেপি ? নাকি তীরে এসে তরী ডুবে যাবার মত অবস্থা হবে ?

আড়ালিয়া ঋষিপাড়ায় চোলাই মদ বিক্রেতার হাতে আক্রান্ত মহিলা

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ। রাজধানী শহর আগরতলায় মহিলারা এখন নিজ বাড়িতেও সুরক্ষিত নয়। তারই উদাহরন উঠে এলো এবার আগরতলা স্থিত আড়ালিয়া ঋষি পাড়া এলাকা থেকে। ঘটনার বিবরনে প্রকাশ ঐ এলাকার এক চোলাই মদ বিক্রেতা নাকি এলাকারই এক মহিলাকে তার বাড়িতে ঢুকে বেধরক মারধোর করেছে এমনকি তাকে শ্লীলতাহানি করার ও চেষ্টা চালিয়েছে। ঐ পাড়ার রাজেশ রুদ্রপাল নামে পেশায় চোলাই মদ বিক্রেতা সেদিন সন্ধ্যা রাতে এলাকার জনৈক মহিলা কে তার বাড়ি বইয়ে গিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে বলে অভিযোগ। তিনি তার প্রতিবাদ করলে মহিলার পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতিতে অভিযুক্ত রাজেশ রুদ্রপাল মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে মহিলাকে মারধর করে এবং মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে। প্রান বাঁচাতে মহিলা কোন উপায় না পেয়ে জোরে চিৎকার শুরু করে। মহিলার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে আসতেই অভিযুক্ত রাজেশ রুদ্রপাল পালিয়ে যায়। পরে বৃহস্পতিবার নির্য্যাতিতা মহিলা পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় অভিযুক্ত রাজেশ রুদ্রপালের বিরুদ্ধে লিখিত ভাবে একটি মামলা দায়ের করেন। এই ঘটনায় নির্য্যাতিতা মহিলা অভি নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তোলে দিয়েছে। জানা গেছে অভিযুক্তরা ও একই দলের কর্মী। এই ঘটনা গুলো দর্শাচ্ছে বিজেপি মথা জোট সরকারের প্রকৃত ছবি। রাজ্যে সুশাসনের বুলি আউরানো সরকার নিজেদের আভ্যন্তরীণ জটিলতার সমাধান করতে গিয়েই হিমশিম খাচ্ছে। বিজেপির অনুগতদের অনেকেই এই ৮ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দল থেকে বিদায় নিয়েছে। আসন্ন ২০২৮ এর ভোটের প্রাক মুহূর্ত অব্দি সংগঠন কে ধরে রাখতে পারবে তো বিজেপি ? নাকি তীরে এসে তরী ডুবে যাবার মত অবস্থা হবে ?

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই ৯টি দোকান, চাঞ্চল্য, পরিদর্শনে যান বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই নয়টি দোকান। গতকাল রাতে কৈলাসহর মহকুমার নুরপুর বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বাজারের নয়টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা বাজারের ব্যবসায়ীদের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনীর ইঞ্জিন। ওই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে সকালে ছুটে গিয়েছে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোর প্রায় সাড়ে ৫টা নাগাদ বাজারের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং একের পর এক দোকান দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করে। আগুনে মুদি দোকান, মিষ্টির দোকান, একটি প্যাথোলজি ল্যাব এবং বাইক মেকানিকের দোকানসহ মোট ৯টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায় প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আগুন লাগার পর স্থানীয়রা প্রথমে নিজেদের উদ্যোগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। পরে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। তবে দমকলের গাড়িতে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের দাবি, প্রতিটি দোকানে প্রায় ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকার মালপত্র ছিল। ফলে আগুনে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। রমজান মাসের আগে ব্যবসার জন্য অতিরিক্ত মালপত্র তোলা হয়েছিল বলে জানান দোকান মালিকরা।

চরম নিরাপত্তা বিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অহরহ চোরের হানা

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। বিদ্যালয় গুলিতে যখন তখন ঢুকে পরছে চোর। নিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের পঠন পাঠনের জন্যে মজুদ দামী কম্পিউটার সহ নানা জরুরী জিনিস। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্যাশ বাক্স। কুম্ভ নিদ্রায় প্রশাসন। একটা কিংবা দুটো নয়, প্রায় প্রতিদিন অসংখ্য চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে রাজ্যে আর তার সিংহ ভাগই ঘটছে বিদ্যালয় গুলিতে। এবার খোয়াই এর ডিরোজিও মিশন স্কুলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। যাতে এক প্রকার আতংকে ভুগছেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা , পড়ুয়া সহ স্থানীয়রা। বিবরণে প্রকাশ, ডিরোজিও মিশন স্কুলে বুধবার রাতে কোন এক সময় চোরের দল হানা দেয়। চোরের দল প্রথমেই স্কুলের সি সি টিভির সমস্ত কানেকশন নষ্ট করে দেয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন রুমের লকার ভেঙ্গে ফেলে। প্রিন্সিপাল জানান লকার থেকে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা নিয়ে গেছে চোরের দল। স্কুলের কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ অব্দি ভেঙ্গে দিয়ে গেছে তারা। বিভিন্ন আসবাবপত্র নষ্ট করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি যদিও পুলিশের কাছে জানিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে পুলিশ গোটা ঘটনাটি তদন্ত করছেন বলেও জানা যায়। তবে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে খোয়াই শহর একেবারে লাগোয়া বিদ্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হল কিভাবে ? তার চাইতে ও বড় প্রশ্ন বিদ্যালয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে নৈশকালীন প্রহরীর ব্যবস্থা নেই কেন ? শুধু তাই নয়, খোয়াই শহরের প্রান কেন্দ্রে পুলিশের ও টহলদারির অভাব এধরনের চুরির ঘটনা কে প্রশ্রয় দেবার ক্ষেত্রে দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার বিষয় ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ চোর চক্র কে বাগে আনতে পারে কিনা।

এনডিপিএস মামলার পলাতক আসামি রাজা সাহা আটক

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। এনডিপিএস মামলায় দীর্ঘদিন ধরে পলাতক আসামি রাজা সাহাকে আটক করেছে পূর্ব থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল গভীর রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পূর্ব থানার পুলিশ। সেই অভিযানে পূর্ব থানা সংলগ্ন শনি মন্দির এলাকা থেকে রাজা সাহাকে আটক করা হয়।রাজা সাহার বাড়ি শহরের টাউন প্রতাপগড় এলাকায়। তিনি ২০২৫ সালের একটি এনডিপিএস মামলায় দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। এ বিষয়ে পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে তোলা হবে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সুশাসিত রাজ্যে এবার গণধর্ষণের শিকার ১৬ বছরের নাবালিকা

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ। ।ভাজপা নাকি মহিলাদের সশক্তিকরন করতে এবং মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কোনো খামতি রাখেনি। এই সরকারের আমলে মহিলারা যতটা নিরাপদ, তা নাকি এর আগে তারা কখনোই ছিলেন না। আসলে কি তাই ? এই উত্তর হয়তো এ রাজ্যের মহিলারাই বেশি ভালো বলতে পারবেন। তবে এই উক্তি গুলো যে কেবল মঞ্চে শ্রোতাদের খনিকের আনন্দ দিতেই উপযোগী, বাস্তবের সাথে এর কোনো মিল নেই। তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এবার আরও এক ঘটনা। যে শুনলেই গাঁ শিউড়ে উঠে। বছর ১৬ র নাবালিকা একটি মেয়ে কে এবার গণ ধর্ষণের শিকার হতে হলো। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সন্ধ্যা রাতে আনুমাঙ্ক ৮ টা থেকে ১০ টার মাঝামাঝি সময়ে। এই কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটেছে খোয়াই বাইজাল বাড়ি এলাকায়। জানা গেছে, পাঁচ যুবক মিলে নাবালিকা কে গণধর্ষণ করেছে। বাইজালবাড়ি থানার অন্তর্গত মারে হাদুক এলাকার লাবণ্য চৌধুরী বিদ্যালয়ে রাতের আধারে এই কুকান্ড ঘটিয়েছে ঐ ৫ নর পিশাচ। এই ঘটনা পরিপেক্ষিতে বৃহস্পতিবার থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা হাতে পেতেই তদন্তে নামেন যুগল ত্রিপুরা। যুগল ত্রিপুরার নেতৃত্বে অভিযুক্ত পাঁচ ধর্ষণকারীকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের নাম যথাক্রমে, বিশাল দেববর্মা, এলেন দেববর্মা, বাপি দেববর্মা, তুষার দেববর্মা ও কাচাং দেববর্মা। তাদের বিরুদ্ধে বিএনএস এক্টে মামলা নিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত হবে, দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের দৃষ্টান্তমূলক সাঁজা হবে। কিন্তু আদৌ কি তা পর্যাপ্ত ? রাজ্যে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও নির্য্যাতিতা মহিলারা। শিশু থেকে কিশোর, বৃদ্ধা কেউই বাদ যাচ্ছেনা। এক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করনে এই ৮ বছরে কি ভূমিকা পালন করেছে এই নয়া সরকার ? জানতে চাইছেন মানুষ। জানতে চাইছেন সেই অসহায় বাবা মা- রা যাদের নিষ্পাপ সন্তানদের সাথে এই পাশবিক নির্য্যাতন হয়েছে। কেবল মাত্র বাইজাল বাড়ির এই ঘটনা নয়, এমন অসংখ্য ঘটনা রাজ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে। পথ ঘাট, বিদ্যালয়, এমনকি নিজদের ঘরে পর্যন্ত সুরক্ষিত নয় মেয়েরা। মজলিশপুরের ইট ভাট্টার শ্রমিকের ১২ বর্ষীয়া এক নাবালিকা শিশু কন্যার নিজ ঘরে পাশবিক লালসার শিকার হওয়ার ঘটনাই তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। এভাবে সুশাসন কায়েম আদৌ সম্ভব কি ?

এক রাজা গ্রেফতার, মোস্ট ওয়ান্টেড এর তালিকায় আর কত "রাজা" বাকি ?

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। নেশার বিশাল সাম্রাজ্য এ সুশাসনে। বুথ থেকে প্রদেশ অবধি নেশার বিরুদ্ধে স্লোগানও আছে। কিন্তু কতজন রাঘববোয়াল ধরা পড়ছে ? আপাতত উল্লেটা রাজ্যবাসীর অজানাও নয়। অবশ্য হালে পুলিশ চুনোপুঁটি পাকড়াও করেই প্রচার চালায় মোস্ট ওয়ান্টেড নাকি ধরেই ফেলেছে। এতেই হইহই রইরই শুরু। কিন্তু বাস্তবে এক রাজা মোস্ট ওয়ান্টেড নয়,হাজারো রাজা লুকিয়ে আছে এ রাজার ভিড়েই। পুলিশের প্রকৃত তথ্য আর বাস্তবের অমিলহেতু আজকের

নেশার বিশাল চক্র অতি সক্রিয়। কিছুদিন আগে চড়িলামের ঘটনায় পুলিশের বিশেষ টিম গঠন হলো। কিন্তু কিছুই হবে না। কথায় আছে ঝুন টানলে মাথা আসে ।আর মাথা এলে নিজের লোকই আসবে ।তা-ই পুলিশের মাঝেমধ্যে মোস্ট ওয়ান্টেড আসলে শুটিং ও সেটিং ! পূর্ব আগরতলা পুলিশের অভিযানের হিসাব অনেকেরই কাছেই পরিষ্কার। কিন্তু পুলিশ ভাবে জনতা বুঝতেই পারবে না। বাস্তবের হিসাব পাল্লা জনতার দরবারে সেটা বলাই বাহুল্য। এরমধ্যেই রাজ্যের অগণিত নেশা কারবারীদের অন্যতম নেশা বানিজ্যের কিং তথা পুলিশি ভাষায় মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যাল রাজা সাহা কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে রাজধানীর বহু থানায় এনডিপিএস এক্টের মামলা নথিভুক্ত আছে। কিন্তু পুলিশ নাকি তাকে কোনোমতেই বাগে আনতে পারছিল না। অতঃ পর ঘটনাচক্রে বুধবার সন্ধ্যা রাতে কেবা কাহারা আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ কে খবর দেয় যে রাজা সাহা কে মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় দেখা গেছে। সেই সূত্র ধরে তার তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে কুখ্যাত নেশা কারবারী হিসেবে পরিচিত রাজা কে ধরতে সফল হয় পুলিশ। তাকে বৃহস্পতিবার আদালতে প্রেরন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ। তার এই নেশা বানিজ্যের সাথে আরও কারা কারা সংযোগ রয়েছে তা তদন্তমূলে বেড়িয়ে আসতেপারে, তবে পুলিশ যদি সঠিক দিশায় তদন্ত করে তবেই তা সম্ভব বলে মনে করছেন সচেতন জনগন। এমন বহু রাঘব বোয়ালেরা শহর এর অলিতে গলিতে ঘাপটি মেরে বসে আছে। খবর থাকলেও উপযুক্ত প্রমানের অভাব আবার কখনো কখনো সেটেলমেন্ট পলিসির বশে ধরা প্রত্যেকেই পাড় পেয়ে যাচ্ছে। এখন এখার বিষয় মুখ্যমন্ত্রীর নেশা মুক্ত রাজ্য গড়ার স্বপ্ন পুরণে কতটা সফল হয় রাজ্য পুলিশ।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২ বাংলা

দ্রব্যমূল্যের কী হবে ?

ভারতের বাজারে আগুন। সে আগুন দগ্ধে কম ঝলসায় বেশি। সবজি থেকে ভোজ্যতেল, পেট্রোল থেকে মোবাইল রিচার্জ সবকিছুর দাম ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমান সরকার বাজারের কাছে আত্মসমর্পণ করে আছেন বলেই মনে হয়। পেট্রোল ডিজেলের দাম শত টাকা করে পাঁচ-সাত টাকা কমানো হল। তাতে কম ধেইধেই হয়নি। নানা মন্ত্রী নানা তত্ত্ব দিলেন। কেন এসবের দাম বাড়ানোটা যথার্থ, তার কাল্পনিক ও হাস্যকর কারণ জানালেন। এদিকে, ত্রিপুরা রাজ্যে সংসার আর চলে না। না, কেবল দরিদ্রের নয়, মধ্যবিত্তেরও চলে না। ত্রিপুরাতে তেমন করে ধনিক আর কত ! সবজি, মাছ, পেঁয়াজ, টম্যাটো, ওষুধ সবেতেই আগুন। আগুন শিক্ষাসামগ্রীতে, মাছে, মাংসে। মজুতদারির অভিযোগ নেই তেমন। নেই অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির খবর। তথাপি বাজারে পা ফেলা যাচ্ছে না। মহামারির কারণে অনেকেই অন্য পেশা ছেড়ে সবজি, মাছ-মাংস এসব ব্যবসায়ে এসেছেন। সুতরাং বাজারে বিক্রেতা বেশি, তথাপি দাম বেশি। এদিকে প্রধানমন্ত্রী এক টিপে গৃহনির্মাণের টাকা পাঠিয়ে দিলেন। সেই দেখে দাম বেড়ে গেল ইটের। সিমেন্টের দামও বাড়ছে। রাজমিস্ত্রিকে ডেকে ডেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই চুক্তিতে কাজ করতে চাইছে। সেই চুক্তিমূল্যও একেক এলাকায় একেক রকম। কোথাও কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কেন ? বাজারে যথেষ্ট কাজ নেই। যথেষ্ট টাকাও নেই ত্রিপুরার বাজারে। ব্যাংকগুলো গৃহনির্মাণের জন্য কেবল উচ্চ আয়ী আর কর্মচারীদের ঋণ দিচ্ছে। ফলে নির্মাণশিল্পটি কেবল প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় এসে ঠেকে গিয়েছে। বাজার পরিচালনা এবং বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে ত্রিপুরা সরকারের কাছে সঠিক কোনো তথ্যভাণ্ডার আছে কি না কেউ জানে না। বাজারমূল্য নিয়ে তেমন কোনো সার্ভে হয় কি না সেটাও স্পষ্ট নয়। পেট্রোল ডিজেলের মূল্য নির্ধারণ জটিল প্রক্রিয়ার অধীন।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

পুষ্টিগুণে ভরপুর মুলোশাকও

শীতের সব্জি হিসাবে মুলোর কদর থাকলেও, মুলোর সঙ্গে ডাঁটিতে লেগে থাকা কচিপাতা ফেলে দেওয়া হয় বহু বাড়িতেই। কেউ কেউ অবশ্য মুলোশাক ভেজে খান। কেউ আবার চচ্চড়িও করেন। কিন্তু ছোটদের তো এ ভাবে দিলে তারা শাক খাবে না। অথচ মুলোশাকের পুষ্টিগুণ নেহাত কম নয়। ভিটামিন সি, কে, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ফাইবার, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, আয়রনে ভরপুর মুলোশাক। মুলোশাক ঠিকমতো রান্না করলে তা উপাদেয় খাবার হতে পারে। শুধু তাই

নয়, আয়রন থাকায় রক্তাল্পতা কমাতেও সব্জিটি সহায়ক। যাঁরা রক্তাল্পতায় ভুগছেন, তাঁদের জন্য উপকারী মুলো শাক। মুলোর শাকে রয়েছে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি, যা রক্তে শ্বেত কণিকার উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং শরীরকে সাধারণ রোগ ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা জোগায়। মুলোশাকে ক্যালোরির মাত্রা বেশ কম। আবার এটি পুষ্টিকরও। ফলে ওজন যাঁরা কমাতে চাইছেন তাঁরাও এটি ডায়েটে জুড়তে পারেন। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রয়েছে মুলোশাকে যা শরীরকে ফ্রি র‌্যাডিক্যালসের হাত থেকে রক্ষা করে। তবে ভাজা বা তরকারি নয়, মুলোশাক খাওয়া যায় নানা ভাবে।

কী ভাবে মুলোশাক খেতে পারেন

স্যান্ডউইচ স্প্রেডার: মুলোশাক কেটে ধুয়ে নিন। মিক্সারে শাক, রসুন, কাজুবাদাম অলিভ অয়েল, স্বাদমতো নুন, পাতিলেবুর রস যোগ করে ঘুরিয়ে নিন। তৈরি হবে সবুজ মিশ্রণ। এটি টোস্টের সঙ্গে বা স্যান্ডউইচে পুর ভরার আগে পাউরুটিতে মাখিয়ে নিতে পারেন। ভাজাভুজির সঙ্গে চাটনি হিসাবেও এটি খাওয়া যেতে পারে।

অমলেট: মুলোশাক ধুয়ে মিহি করে কুচিয়ে নিন। কড়াইয়ে মাখন বা সাদা তেল দিয়ে রসুন কুচি, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে, শাকটি হালকা নাড়াচাড়া করে নিন। স্বাদমতো নুন যোগ করুন। একটি পাত্রে ডিমের সঙ্গে অল্প দই, স্বাদমতো নুন দিয়ে গুলে নিন। কড়াইয়ে তেল দিয়ে অমলেট বানান। অমলেটের মধ্যে পুর হিসাবে যোগ করুন মুলোশাক, পেঁয়াজ, লঙ্কা। দিতে পারেন চিজও। তারপর অমলেট আড়াআড়ি ভাঁজ করে দিন।

একটি সুস্থ ও প্রগতিশীল সমাজের ভিত্তি

তৃষা দেব

আমাদের সমাজে শারীরিক সুস্থতাকে যতটা অনিবার্য গুরুত্ব দেওয়া হয়, মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রায়শই ততটাই অবহেলা ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে হয়। এই অবজ্ঞার ফলস্বরূপ, একটি উন্নয়নশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশ আজ এক নীরব মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কবলে। এই সংকট সমাজের প্রতিটি স্তরকে দুর্বল করছে। তবে এর সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার আমাদের তরুণ প্রজন্ম-যারা জাতির ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড। মানসিক স্বাস্থ্যকে কেবল ব্যক্তির দুর্বলতা হিসেবে দেখার প্রবণতা দূর করে এটি যে একটি জাতীয় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার প্রশ্ন, তা উপলব্ধির জন্য আর দেরি করা চলে না।

শিক্ষার্থী জীবনে চাপ একটি স্বাভাবিক অংশ হলেও, দেশে বর্তমানে এটি অস্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছেছে, যা তাদের মননকে বিষাক্ত করে তুলছে। অত্যধিক একাডেমিক প্রত্যাশা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা বর্তমানে যেন এক মানসিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। অভিভাবক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের ওপর চরম পারফরম্যান্স-এনজাইটি তৈরি করে। এই চাপ শিশুদের সৃজনশীল বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, যেখানে শেখার আনন্দ হারিয়ে কেবল নম্বর অর্জনের তাগিদ প্রধান হয়ে ওঠে। লাখ লাখ উচ্চশিক্ষিত তরুণের বেকারত্বের হার তাদের মধ্যে গভীর হতাশা ও দুশ্চিন্তা জন্ম দিচ্ছে। পড়ালেখা শেষ করেও একটি মানসম্মত ও স্থিতিশীল চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকায় তাদের মানসিক চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। এই অনিশ্চয়তা অনেককে জীবন নিয়ে উদাসীন করে তোলে। এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অত্যধিক ব্যবহার শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'নিখুঁত জীবন' দেখানোর এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি করে। অন্যরা কী করছে, তার সঙ্গে নিজেকে ক্রমাগত তুলনা করার ফলে হীনম্মন্যতা বা আত্ম-মর্যাদাবোধের অভাব দেখা দেয়। সেই সঙ্গে, সাইবার বুলিং বা অনলাইনে হয়রানির শিকার হওয়াও তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিড়ে অনেক পরিবারেই সন্তানের মানসিক

অবস্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ থাকে না। আবেগ প্রকাশের সুযোগ না পাওয়ায় তারা আরও বেশি বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, যা বিষণতা বাড়ায়। আমরা লক্ষ্য করেছি করোনা-পরবর্তীতে দীর্ঘ লকডাউন এবং শিক্ষাজীবনের ছন্দপতন অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষণতা, মনোযোগের অভাব এবং সামাজিক ভীতি (ঝড় পরধষ অহীরবঃু) তৈরি করেছে। শিখন-ঘাটতি (খবধৎহরহম খড়ংং) পূরণের চাপ তাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে চারিত্রিক দুর্বলতা হিসেবে দেখার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এই সংকটকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে। মানসিক চাপের চূড়ান্ত ও সবচেয়ে ভয়াবহ বহিঃপ্রকাশ হলো আত্মহত্যার প্রবণতা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা উদ্বেগজনকহারে বেড়েছে। এই ভয়াবহ পরিণতি পরিবার, শিক্ষাব্যবস্থা এবং সমাজের চরম ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে। যখন একজন শিক্ষার্থী তার চাপ সামলাতে না পেরে জীবনের পথ বেছে নেয়, তখন বুঝতে হবে সমাজ তার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি।

বিষণতা বা উদ্বেগে ভোগা শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় অমনোযোগী হওয়া, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অনেকে হতাশা থেকে মাদকাসক্তি বা অন্যান্য আগ্রাসী ও ধ্বংসাত্মক আচরণের দিকে ঝুঁকতে পারে। এটি সমাজের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এটি শারীরিক স্বাস্থ্য এবং জীবনের গুণগতমানের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মানসিক অস্থিরতা ঘুমের গুণমানকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। সুস্থ মন ছাড়া সুস্থ দেহের অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং অসুস্থ মন জীবনের গুণগত মানকে (ছঁধষরঃু ড়ভ খরভব) ধ্বংস করে।

মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত। মানসিক চাপমুক্ত ব্যক্তি কাজে বেশি মনোযোগী হতে পারে, তাদের দক্ষতা বাড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিষণতা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতি বছর প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলার উৎপাদনশীলতা হারায়। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের মানসিক অবসাদ বা অসুস্থতার কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়, তা বিশাল।

একটি সুস্থ মন অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীল হতে সাহায্য করে। ভালো মানসিক স্বাস্থ্য পরিবার, বন্ধু এবং সহকর্মীদের সঙ্গে ইতিবাচক ও সুস্থ সম্পর্ক বজায় রাখতে সহায়ক। যখন সমাজের বেশিরভাগ মানুষ মানসিকভাবে সুস্থ থাকে, তখন সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমে, সামাজিক সম্প্রীতি বাড়ে। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ব্যক্তি নতুন কিছু শিখতে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে এবং সৃষ্টিশীল কাজে উদ্দীপনা খুঁজে পায়। একটি জাতির উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার তরুণ প্রজন্মের মানসিক সুস্থতার ওপর।

মানসিক স্বাস্থ্য সংকট ও ঝুঁকি থেকে আমাদের উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে। সম্মিলিত নিরাপত্তা জাল তৈরি এই নীরব মহামারি মোকাবিলা করতে একটি সমন্বিত, সহানুভূতিশীল এবং আপসহীন নীতি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। স্কুলভিত্তিক কাউন্সেলিং বাধ্যতামূলককরণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত ও পেশাদার মনোবিজ্ঞানী বা কাউন্সেলর নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটি যেন রুটিনমাফিক একটি পরিষেবা হয় এবং শিক্ষার্থীরা যেন বিনা সংকোচে তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলতে পারে, সেই গোপনীয় ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদের নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সংবেদনশীল হওয়ার এবং প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা দেওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অভিভাবকদের বুঝতে হবে, সন্তানের ভালো ফল নয়, বরং সুস্থ মন তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। প্রতিযোগিতা কমানো এবং সন্তানের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। প্রাথমিক স্তর থেকেই পাঠ্যসূচিতে মানসিক স্বাস্থ্য, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটি জীবনের একটি মৌলিক দক্ষতা হিসেবে গণ্য হওয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ ও শহর উভয় অঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। মানসিক অসুস্থতাকে শারীরিক অসুস্থতার মতোই একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এই বিষয়ে সামাজিক ট্যাবু ভাঙার জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালাতে হবে। প্রতিটি সংস্থায় কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নীতি প্রণয়ন করা উচিত, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক চাপ কমানোর জন্য পর্যাপ্ত ছুটি, নমনীয় কাজের সময় এবং গোপনীয় কাউন্সেলিং সুবিধা।

আমাদের তরুণ প্রজন্ম একটি দেশের ভবিষ্যৎ। তাদের মানসিক চাপকে আর উপেক্ষা করা চলে না। শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার এবং রাষ্ট্রের এখনই উচিত সম্মিলিতভাবে এই মানসিক স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা জাল তৈরি করা, যাতে আগামীর প্রজন্ম সুস্থ মন নিয়ে দেশের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত হতে পারে। সুস্থ মনই সুস্থ দেহের, সুস্থ সম্পর্কের এবং সর্বোপরি, একটি সুস্থ ও প্রগতিশীল সমাজের ভিত্তি।

এ সময় সুস্থ থাকা এক বড় চ্যালেঞ্জ

সমীরণ কর

শীত আমাদের দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ঋতু হলেও এ সময় সুস্থ থাকা এক বড় চ্যালেঞ্জ। তাপমাত্রা কমে গেলে ঠান্ডা হাওয়া, কুয়াশা ও শুষ্ক পরিবেশ দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। ফলে সর্দি-কাশি, ফ্লু, হাঁপানি, ত্বকশুষ্কতা ও অ্যালার্জির মতো সমস্যা বেড়ে যায়। তাই পুরো শীতজুড়ে সচেতনভাবে স্বাস্থ্যপরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরি। শীতের খাদ্যাভ্যাসে পুষ্টিকর খাবারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেমন, মৌসুমি সবজি, গাজর, পালং শাক, মুলা, বাঁধাকপি ও টমেটো- দেহে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ সরবরাহ করতে সাহায্য করে। কমলা, মাল্টা, পেয়ারা ও আমলকীর মতো ভিটামিন 'সি'-সমৃদ্ধ ফল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শীতজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করে। শীতের সকালে গরম স্যুপ, খিচুড়ি বা ডালের মতো উষ্ণ খাবার দেহকে শক্তি ও উষ্ণতা দেয়। কিন্তু শীতকালে তৃষ্ণা কম পেলেও নিয়মিত পানি পান করা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিদিন অন্তত সাত থেকে আট গ্লাস পানি পান না করলে শরীরে ডিহাইড্রেশন দেখা দিতে পারে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ত্বকের ওপর শীতের প্রভাব বেশ স্পষ্ট। ঠান্ডা বাতাসে ত্বক দ্রুত শুষ্ক হয়ে রুক্ষতা ও ফাটল দেখা দেয়। তাই গোসলের পর ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা অবশ্যই দরকার। অতিরিক্ত গরম ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট করে, তাই হালকা গরম ব্যবহার করা উচিত। ঠোঁট ও গোড়ালি ফেটে যাওয়া রোধে নিয়মিত লিপবাম ও পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার কার্যকর। যাদের হাঁপানি, অ্যালার্জি বা সাইনাসের সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য শীত আরও সংবেদনশীল সময়। বাইরে বের হলে ধুলোবালি ও ঠান্ডা বাতাস থেকে রক্ষা পেতে মাস্ক, স্কার্ফ ও গরম কাপড় ব্যবহার করা জরুরি। ঘর পরিষ্কার রাখা, হাত ধোয়া এবং ভিড় এড়িয়ে চলা সংক্রমণ প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রাখে। সুস্থ থাকার জন্য শীতে নিয়মিত ব্যায়ামও গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে ঠান্ডার কারণে বাইরে যেতে চান না- তাদের জন্য বাসায় হালকা ব্যায়াম, যোগব্যায়ামই যথেষ্ট। এতে রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে এবং শরীর উষ্ণ থাকে। সবশেষে, পর্যাপ্ত ঘুম, মানসিক প্রশান্তি ও উষ্ণ পোশাক পরিধান সুস্থতার অপরিহার্য অংশ। সামান্য

সচেতনতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস পুরো শীতকালকে করে তুলতে পারে আরামদায়ক, নিরাপদ ও প্রাণবন্ত। শীতকাল যেমন উৎসবের ঋতু তেমনি তীব্র শীতে ঠান্ডার প্রকোপে অসুস্থতা বেড়ে যায় বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের। শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে ঠান্ডা, জ্বর, কাশিসহ বানান স্বাস্থ্য জটিলতা দেখা দেয়। এ সময় অ্যাজমা, গা-ব্যথা, অসাড় ভাবসহ নানা ধরনের সংক্রমণও দেখা দেয়। তারপরও জীবন ও ব্যাস্ততা চলে সমান তালে। শীতে স্বাস্থ্য পরিচর্যায় করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করলে অনেকাংশে সুস্থ থাকা যায়। শীতে সুস্থ থাকতে কিছু সহজ কিন্তু জরুরি স্বাস্থ্য পরিচর্যা মেনে চলা প্রয়োজন। এই সময়ে পানির তৃষ্ণা কম থাকলেও শরীরের পানির প্রয়োজন কিন্তু কমে না, তাই নিয়মিত পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি। বাইরে বের হলে অবশ্যই গরম কাপড় পরা, বিশেষ করে মাথা, কান, গলা ও হাত-পা ঢেকে রাখা দরকার, কারণ শরীরের তাপ দ্রুত বেরিয়ে যায়। খাবারের ক্ষেত্রে পুষ্টিকর ও গরম খাবার যেমন স্যুপ, ঝোল, ডাল, পাশাপাশি মৌসুমি শাকসবজি ও ফল খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। পাশাপাশি শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ত্বক দ্রুত রুক্ষ হয়ে যায়, তাই নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বকের আর্দতা বজায় থাকে। ধুলোবালি থেকে সুরক্ষার জন্য বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করা উচিত, এতে ঠান্ডা-কাশির ঝুঁকি কমে। আর অসুস্থতা দেখা দিলে যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন, যাতে শরীর দ্রুত সুস্থ হতে পারে। এই ছোট ছোট যত্নগুলোই শীতকে আরামদায়ক ও সুস্থতার ঋতু করে তুলতে পারে। বিশেষ করে শিশুরা সামান্যতেই আক্রান্ত হয় এবং বয়স্করা অনেক সময় বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায়ও ভোগেন তাই তাদের প্রতি চাই আলাদা যত্ন, বিশেষ নজর। সর্বোপরি শীতে সুস্থ থাকতে উষ্ণ থাকা, পর্যাপ্ত পানি পান করা, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ সুষম খাবার (শাক, মাছ, ফল) খাওয়া, ত্বক ও ঠোঁটের যত্ন নেওয়া এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা জরুরি, যা ঠান্ডা লাগা, ফ্লু, শুষ্কতা ও জয়েন্টের সমস্যা প্রতিরোধ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শীতে সুস্থ থাকতে সচেতনতা অতীব জরুরি। 'চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম' কথাটা মনে রেখে সুরক্ষা সাবধানতাই পারে এই শীতকে নিরোগ ও উৎসবমুখর আনন্দময় করে তুলতে। পরিচ্ছন্নতা বজায় এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে শীতেও ত্বক থাকবে স্বাস্থ্যকর ও হাস্যোজ্জ্বল। সঠিক রূপচর্চা ও ত্বকের পরিচর্যার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় টিপস : ১। সকালে ঘুম থেকে উঠে দিয়ে মুখ ধুয়ে নেবেন। তারপর ত্বকের ধরণ অনুযায়ী ফেসওয়াশ বা ময়েশ্চারযুক্ত সাবান দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন। যাদের ত্বকের এলার্জির সমস্যা আছে তারা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সাবান বা ফেসওয়াস পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করুন। ২। প্রতি দুই দিন পর পর একটি ফেস স্ক্রাব ব্যবহার করতে পারেন, যা আপনার ত্বকের মৃত কোষ সরিয়ে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে। চাইলে গাজরের রস মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ পর ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বক পরিষ্কার করার পাশাপাশি কালো ছোপ কমাতে সাহায্য করবে। ৩। শীতে জন্য আর্দতাযুক্ত সাবান ও ক্ষেত্রবিশেষে লিকুইড সাবান ব্যবহার করা উচিত। ৪। ত্বকে খসখসে ভাব কমাতে সরিষার তেল, নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এগুলো ব্যবহারের আগে নিশ্চিত হয়ে নিন তেলটি আপনার ত্বকের জন্য উপযুক্ত কিনা। ত্বক ভেজা অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ময়েশ্চারাইজার ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করুন। এটি ত্বকের আর্দতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। ৫। শীতের তীব্রতায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের ঠোঁট। অনেকের ক্ষেত্রে শীতে ঠোঁটফাটা একটি স্বাভাবিক বিষয় হলেও এক্ষেত্রে অনীহা ঠোঁটকে শরীরের ভেতর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে একটা ভয়াবহ ক্ষতের পাশাপাশি লোক লজ্জার কারণ হয়ে দাড়ায়। তাই তাই এই শীতে আপনার ঠোঁটের সুরক্ষায় কিছুক্ষণ পরপরই ভেসলিন বা চ্যাপ স্টিক জাতীয় অনুমোদিত পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করুন। ৬। ষড়ঋতুর দেশে যেমন ঋতু পরিবর্তনে ফ্যাশনে আসে পরিবর্তন, তেমনই খাদ্যাভ্যাসেও আনা উচিত কিছু পরিবর্তন, যা শরীরকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেবে। শীতে সূর্যের আলো কম পাওয়ার কারণে কারো কারো শরীরে শরীরে ভিটামিন ডি'র ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এই ঘাটতি পূরণে ডায়েটে রাখতে পারেন ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার। মাশরুম, ডিম, দুধ ও দুধ থেকে তৈরি বিভিন্ন খাবার যেমন পনির, ছানা এবং রেড মিট খেলে এই ঘাটতি অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব। তাছাড়া সকালের হালকা কুসুম রোদে যা গরম করার শুভ প্রাচীন পদ্ধতিও অনুসরণ করতে পারেন। তবে তা অবশ্যই পরিমিত মাত্রায় হওয়া উচিত। ৭। শীতের রবি মৌসুমে খাদ্যশস্য ও পুষ্টিকর শাকসবজিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই খাদ্য তালিকায় বিটরুট, গাজর, মুলার মতো মূলযুক্ত সবজি রাখতে অবশ্যই ভুলবেন না। এসব সবজিতে প্রচুর ভিটামিন এ, সি এবং বিটা-ক্যারোটিন রয়েছে। এগুলো স্যালাড, স্যুপ, বা রান্না করে খেলে শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়। শীতে শরীরকে উষ্ণ রাখতে আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খেজুর, শুকনো অ্যাপ্রিকট, এলমন্ড, আখরোট, আর পেস্তার মতো শুকনো বাদাম খাওয়া যেতে পারে। এই খাবারগুলোতে রয়েছে প্রচুর ফাইবার, এন্টি অক্সাইড, ভিটামিন এবং ক্যালসিয়ামসহ প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ, যা শীতকালে শরীরের জন্য খুবই উপকারী। শীতকাল এলেই ত্বকের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শীতের আগমনে প্রকৃতি যেমন বদলে যায়, তেমনি আমাদের শরীরের চাহিদাও বদলে যায়। তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে দেহের স্বাভাবিক গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আসে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে যায় এবং নানা মৌসুমি রোগ ব্যাধির ঝুঁকিও বাড়ে। তাই আমাদের সুস্থ থাকার জন্য শীতের মৌসুমে একটু বাড়তি যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রথমেই আসে ত্বকের যত্ন। শুষ্ক পরিবেশ ও ঠান্ডা বাতাস ত্বকের স্বাভাবিক আর্দতা কমিয়ে দেয়। এর ফলে ত্বক রুক্ষ ও খসখসে হয়ে পড়ে। প্রতিদিন কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করা, সাবান কম ব্যবহার করা এবং গোসলের পরই ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে ত্বকের আর্দতা ধরে রাখা জরুরি। যারা বাইরে থাকেন, তারা সানস্ক্রিন ব্যবহার করলেও উপকার পাবেন-কারণ শীতেও অতিবেগুনি রশ্মি সক্রিয় থাকে। তাছাড়া এ সময় খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন নিয়ে আসা জরুরি। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল যেমন লেবু, কমলা, পেয়ারা ঠান্ডা ও কাশির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার, ডাল, মাছ, ডিম, বাদাম শরীরকে শক্তিশালী রাখে। পর্যাপ্ত পানি পানের কথাও ভুলে গেলে চলবে না; কারণ শীতে তৃষ্ণা কম লাগলেও পানিশূন্যতা ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। শীতে অলসতা অনুভবের কারনে শারীরিক পরিশ্রম কমে যায়। তবে নিয়মিত ব্যায়াম রক্তসঞ্চালন বাড়ায়, শরীর গরম রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাই প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটা সময় নিয়মিত ব্যায়াম শরীরকে সুস্থ রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানো চলবে না!

বিহারে পথে নেমে বিক্ষোভ শুরু সমর্থকদের, এটা ওদের দলের বিষয়: বিজেপি

নয়াদিল্লি ঃ নীতীশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা ছড়িয়ে পড়তেই বিহারে শুরু বিক্ষোভ। জেডিইউ কর্মী-সমর্থকেরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করেছেন পটনা-সহ বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে। ক্ষুব্ধ দলীয় কর্মীদের অভিযোগ, বিহারের রাজনীতি থেকে নীতীশকে সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত করা হচ্ছে। পটনায় জেডিইউ দফতর এবং নীতীশের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ শুরু করেছেন কর্মীরা।০০:০০

নীতীশকে নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয় বুধবার থেকেই। শোনা যায়, তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্যসভায় যাচ্ছেন। সেই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়তেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিহারের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ শুরু করে দেন তাঁরা। দলীয় কর্মীদের এই বিক্ষোভের মাঝেই নীতীশ সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। নিজেই ঘোষণা করেন, তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হতে চাইছেন। বিহারে যে নতুন সরকার গঠিত হবে, তাতেও তার পূর্ণ সমর্থন থাকবে বলে সমাজমাধ্যমে জানান জেডিইউ প্রধান।নীতীশের এই পোস্টের আগে থেকেই পটনায় বিক্ষোভ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাসভবনের সামনে ভিড় করতে থাকেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। নীতীশের হয়ে স্লোগান তুলতে থাকেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যে দলীয় বিধায়কেরা আসছিলেন, তাঁদেরও গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। ক্ষুব্ধ জেডিইউ কর্মী-সমর্থকদের দাবি, তাঁরা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদেই দেখতে চান নীতীশকে।মুখ্যমন্ত্রী নীতীশের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জেডিইউ নেতা রাজীবরঞ্জন পটেল। তিনি বলেন, ‘‘আমরা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুধু নীতীশ কুমারকেই দেখতে চাই। আমরা চাই না তিনি রাজ্যসভায় যান। বিহারবাসী তাঁর নামে ভোট দিয়েছে। আমরা চাই তাঁর ছেলে নিশান্তকে রাজ্যসভায় পাঠানো হোক।’’ দলের অপর এক কর্মীর অভিযোগ, নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘আমরা তাঁকে (নীতীশকে) রাজ্যসভায় যেতে দেব না। জেডিইউ কর্মীরা এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামবেন।’’

ক্ষুব্ধ দলীয় কর্মীদের বক্তব্য, তাঁরা কয়েক মাস আগেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে নীতীশের জন্য ভোট চেয়েছেন। তাই এখন তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকতে হবে। বিক্ষোভকারীদের অনেকেরই দাবি, যদি রাজ্যসভায় কাউকে পাঠানোর হয় তবে মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রকে পাঠানো হোক। বিহার বিধান পরিষদের সদস্য তথা জেডিইউ নেতা সঞ্জয় সিংহও এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, ‘‘যদিও তিনি (নীতীশ) রাজ্যসভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন, তবে আমরা আপত্তি জানাতে পারি না। কিন্তু বিহারবাসী চাইছেন তিনিই যেন মুখ্যমন্ত্রী থাকেন।’’

দৃশ্যত এই বিতর্ক থেকে আপাতত কিছু দূরত্ব রেখেই চলছে বিহারে নীতীশদের জোটসঙ্গী বিজেপি। পুরো বিষয়টিকে জেডি(ইউ)-এর নিজস্ব বিষয় বলেই ব্যাখ্যা করছে পদ্ম শিবির। বিহারের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রামকৃপাল যাদবের কথায়, ‘‘ওরাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। নীতীশ কুমারের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। এনডিএ এক জোটই রয়েছে। আমরা সকলে মিলেই সরকার চালাব।’’

সৌদির বৃহত্তম তৈলশোধনাগারে ফের ড্রোন হামলা চালাল ইরান! তিন দিনে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার

নয়াদিল্লি ঃ সৌদি আরবের সরকারি তেল পরিশোধন সংস্থা ‘আরামকো’র বৃহত্তম তৈল শোধনাগারে ফের চলল হামলা। এ বারও সেই রাস তানুরা শহরেরই তৈলশোধনাগারে হামলা হয়েছে। রয়টার্স সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। তবে কে বা কারা হামলা চালিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাস তানুরার এই তৈলশোধনাগারটি হল সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় সরকারি শোধনাগার।

সৌদির প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, রাস তানুরা তৈলশোধনগারে হামলার চেষ্টা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে একটি ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। তবে শোধনাগারের কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি বলেই জানাচ্ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ওই মুখপাত্র। গত সোমবারও সৌদির পূর্ব প্রান্তের এই তৈলশোধনাগারে ড্রোন হামলা হয়েছিল। দু’টি ড্রোন দিয়ে হামলা করা হয়েছিল সেই সময়ে। ইরান থেকে ওই ড্রোনগুলি ছোড়া হয়েছিল বলে দাবি সৌদির।

গত সোমবারের হামলার পরেই রাস তানুরার শোধনাগার সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেন কর্তৃপক্ষ। তবে ওই হামলায় শোধনাগারের বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে দাবি সৌদি সরকারের। তাদের দাবি, শোধনাগারে হামলা করার আগেই ওই ড্রোনগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। গুলি করে নামানো হয়েছিল ড্রোনগুলিকে। ওই হামলার দু’দিন কাটতে না কাটতেই ফের হামলা চলল রাস তানুরা শোধনাগারে।

আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বার বার ‘আক্রান্ত’ হচ্ছে সৌদি আরব। আমেরিকা এবং ইজরায়েল যৌথ ভাবে ইরানের উপর হামলার পরে প্রথম প্রত্যাঘাতই হয়েছিল সৌদিতে। সম্প্রতি এক রিপোর্টে দাবি করা হয়, সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনই নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চাপ দিয়েছিলেন ইরানে হামলার জন্য। তিনিই আমেরিকাকে বার বার এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সামরিক পদক্ষেপ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

বস্তুত, মঙ্গলবার সৌদির রাজধানী রিয়াধে ড্রোন হামলা হয়েছিল। রিয়াধে মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৌদির মার্কিন দূতাবাস সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সৌদির পূর্বাঞ্চলের রাস তানুরা পরিশোধনাগারটি পশ্চিম এশিয়ার বৃহত্তম তৈলশোধনাগারগুলির একটি। প্রতি দিন এখানে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ ব্যারেল তেল পরিশোধিত হয়। সৌদির খনিজ তেল রফতানির ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। সেই শোধনাগার লক্ষ্য করেই গত ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় বার হামলা চলল।

গত শনিবার আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ বাহিনীর হামলায় মৃত্যু হয় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের। তার পর থেকে তেহরানও প্রত্যাঘাত করছে।

স্ট্যালিনের শর্তেই রফা করল রাহুলের দল

রাজ্যসভার একটি আসন ছাড়ল ডিএমকে, বিধানসভা ভোটে ২৮টি

নয়াদিল্লি ঃ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিন শুক্রবার পর্যন্ত চূড়ান্ত সময়সীমা দিয়েছিলেন। কিন্তু বুধবারই তাঁর শর্ত মেনে নিল সহযোগী দল কংগ্রেস। স্ট্যালিনের উপস্থিতিতে আগামী ১৬ মার্চের রাজ্যসভা ভোট এবং এপ্রিল-মে মাসের বিধানসভা ভোটের আসন রফা চূড়ান্ত হল চেন্নাইয়ে।

স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকের পরে তামিলনাড়ু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কে সেলভাপেরুন্তাগাই জানিয়েছেন রাজ্যসভা ভোটে একটি এবং বিধানসভা ভোটে ২৮টি আসনে লড়বে কংগ্রেস। ভোটের পরে ডিএমকে জোট জিতলে স্ট্যালিনের মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসে ঠাঁই হবে কি না, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও ঘোষণা হয়নি বুধবার। এর ফলে চিত্রতারকা ‘থলপতি’ বিজয়ের নতুন দল তামিলাগা ভেটরি কাজাগম (টিভিকে)-এর সঙ্গে কংগ্রেসের সমঝোতার সম্ভাবনায় ইতি হয়ে গেলে বলে মনে করা হচ্ছে।

আগামী ১৬ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১০টি রাজ্যের ৩৭টি রাজ্যসভা আসনে ভোট। তামিলনাড়ুর ছ’টি রাজ্যসভা আসনে এই পর্বে ভোট হবে। পরিষদীয় পাটিগণিতের হিসাবে তার মধ্যে অন্তত চারটিতে ‘ইন্ডিয়া’র জেতার সম্ভাবনা। কিন্তু সহযোগী ডিএমকের সাহায্য ছাড়া ১৭ বিধায়কের দল কংগ্রেস একক ভাবে কোনও আসনে জিততে পারবে না। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই স্ট্যালিন চাপ বাড়িয়েছিলেন রাহুল গান্ধী-মল্লিকার্জুন খড়্গের দলের উপর। দক্ষিণ ভারতের ওই রাজ্যে ‘ইন্ডিয়া’র দুই সহযোগী দল ডিএমকে এবং কংগ্রেসের মধ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটে (পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেই তামিলনাড়ুতেও এপ্রিল-মে মাসে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা) আসনরফা নিয়ে টানাপড়েনের আঁচ মিলছিল বেশ কিছু দিন থেকেই। এমনকি, দু’দশকের পুরনো সমঝোতা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল।

প্রকাশিত কয়েকটি খবরে দাবি ছিল, ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ু বিধানসভায় কংগ্রেস এ বার ৪০টি দাবি করেছিল। পাশাপাশি, ভোট পরবর্তী ক্ষমতা ভাগাভাগির (নতুন মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস বিধায়কদের অন্তর্ভুক্তি) দাবিও তুলেছিল তারা। স্ট্যালিন শর্ত না মানলে তামিলনাড়ুর কংগ্রেস নেতাদের বড় অংশই ডিএমকে-র সঙ্গ ছেড়ে ‘থলপতি’ বিজয়ের টিভিকে-র সঙ্গে জোট গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সম্প্রতি রাহুল ‘থলপতি’র শেষ ছবি ‘জন নায়গন’-এর মুক্তি আটকানোর চেষ্টাকে তামিল সংস্কৃতির উপরে আক্রমণ বলে অভিযোগ তোলায় সেই জল্পনা আরও বেড়েছিল। টানাপড়েনের ওই আবহে ‘রাহুল-ঘনিষ্ঠ’ বলে পরিচিত কংগ্রেসের ডেটা অ্যানালিটিক্স গোষ্ঠীর প্রধান প্রবীণ চক্রবর্তী সম্প্রতি বিজয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন।

ওই বৈঠকের পরেই টিভিকের তরফে রাহুলের রাজনীতির তারিফ করে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘‘রাহুল গান্ধী এবং থলপতি বিজয় পরস্পরের বন্ধু। তাঁরাই জোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।’’ এই পরিস্থিতিতে রাজ্যসভা ভোটকে ‘হাতিয়ার’ করে স্ট্যালিন চাপের রাজনীতির কৌশল নিয়েছিলেন। পরিণতি বলছে, তাঁর চাপের রাজনীতি সফল হয়েছে। প্রসঙ্গত, স্ট্যালিনের পিতা তথা তামিলনাড়ুর প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম করুণানিধি ২০১১-র বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসকে ৬৩ আসন ছেড়েছিলেন। তার পর থেকে ধারাবাহিক ভাবে রাহুল গান্ধীর দলের বরাদ্দ আসনে কোপ পড়েছে। ২০১৬ সালে ‘হাত’ প্রতীকের জন্য করুণানিধি বরাদ্দ করেছিলেন ৪১টি আসন। স্ট্যালিন দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২১-এ ছেড়ে ছিলেন ২৫টি। এ বার তা তিনটি বাড়ল।

১০,০০০ করে ড্রোন তৈরি হয় প্রতি মাসে, এই দিয়েই আগামী কয়েক মাস হরমুজ প্রণালীকে ‘বন্ধ’ করে রাখতে পারে ইরান!

নয়াদিল্লি ঃ ইরানের ধারাবাহিক ড্রোন হামলা হরমুজ প্রণালীকে আগামী কয়েক মাস ধরে স্তব্ধ করে রাখতে পারে। গোয়েন্দা এবং সামরিক বিশেষজ্ঞ সূত্রে এমনটাই দাবি করছে রয়টার্স। তবে যে ভাবে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে ইরান, তা আরও কত দিন ধরে তারা চালিয়ে যেতে পারবে, সেটি এখনও স্পষ্ট নয়। গত শনিবার আমেরিকা এবং ইজরায়েল একযোগে ইরানে হামলা করে। তার পর থেকেই পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্রের উপর ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে তেহরান। গত কয়েক দিনে শ’য়ে শ’য়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইরান। ড্রোন ছুড়েছে ১০০০টিরও বেশি। এর মধ্যে বেশির ভাগ হামলাই ঠেকিয়ে দিতে পেরেছে আমেরিকার বন্ধু দেশগুলির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তবে কিছু আটকানো যায়নি। সেগুলি গিয়ে পড়েছে বাণিজ্যিক ভবনে, আবাসনে, আবার কোনওটি গিয়ে পড়েছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে।

ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রকের অনুদানে চলা সংস্থা সেন্টার ফর ইনফরমেশন রেজিলিয়েন্স জানাচ্ছে, ড্রোন প্রস্তুতকারক দেশগুলির মধ্যে বিশ্বের প্রথম সারিতে রয়েছে ইরান। প্রতি মাসে তেহরান প্রায় ১০ হাজার ড্রোন তৈরির ক্ষমতা রাখে। তবে ইরানের কাছে কত ক্ষেপণাস্ত্র মজুত রয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীর অনুমান, তেহরানের কাছে প্রায় ২৫০০ ক্ষেপণাস্ত্র মজুত রয়েছে। যদিও অন্য বিশ্লেষকদের মতে এই ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা প্রায় ৬০০০-এর আশপাশেও হতে পারে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষ কত দিন চলতে পারে, বা এই সংঘর্ষের গতিপথ কেমন থাকবে, তা অনেকাংশে নির্ভর করতে পারে ইরানের অস্ত্রভাণ্ডারের উপরে। ইরান ইতিমধ্যে হরমুজ প্রণালী প্রায় অবরুদ্ধ করে রেখেছে। হরমুজ প্রণালী হল ইরান এবং ওমানের মাঝে এক সরু জলপথ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই জলপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হরমুজ দিয়ে কোনও জাহাজ যাওয়ার চেষ্টা করলেই তাতে হামলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে ইরান। বেশ কিছু জাহাজে ইতিমধ্যে হামলা হয়েও গিয়েছে। হরমুজ প্রণালী প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে বাণিজ্যেও। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে আন্তর্জাতিক বাজারে। অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

হরমুজ প্রণালীর দু’দিকে থমকে ভারতের ৩৭ জাহাজ!

আটকে ১০০০ নাবিক এবং নৌকর্মী কুইক রেসপন্স টিম গড়ল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি ঃ আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে থমকে রয়েছে ভারতের ৩৭টি জাহাজ। ইরান হরমুজ প্রণালী ‘বন্ধ’ করে রাখায় অন্য বহু জাহাজের সঙ্গে সমস্যায় পড়েছে এই জাহাজগুলিও। পারস্য উপসাগর, ওমান উপসাগর এবং সংলগ্ন সমুদ্রে আটকে রয়েছে এই জাহাজগুলি। ভারতের পতাকাবাহী ওই জাহাজগুলিতে এক হাজারেরও বেশি নাবিক এবং নৌকর্মী রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

এগুলির মধ্যে কিছু জাহাজে করে জ্বালানি তেল এবং লিকুইড নাইট্রোজেন গ্যাস (এলএনজি) ভারতীয় বন্দরগুলিতে আসছে। আবার কিছু জাহাজ পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে পেট্রোপণ্য আনতে যাচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়েছে এই জাহাজগুলি। আটকে পড়া ভারতীয় জাহাজগুলিকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল শিপওনার্স অ্যাসোসিয়েশনও। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এই সমস্যা কাটাতে হস্তক্ষেপ করে, সেই আর্জিও জানিয়েছে সংগঠনটি।

এক বিবৃতিতে জাহাজ মালিকদের ওই সংগঠন জানাচ্ছে, দেশের চাহিদা পূরণ করার জন্যই প্রায় ৩৭টি ভারতের পতাকাবাহী জাহাজ পশ্চিম এশিয়ায় রয়েছে। কিন্তু জাহাজগুলি ইতিমধ্যে পণ্যবোঝাই হয়ে গিয়েছে। কিছু পণ্যবোঝাইয়ের জন্য যাচ্ছে। বিবৃতিতে তারা লিখেছে, ‘‘হরমুজ প্রণালীর উভয় পাশেই এই জাহাজগুলি রয়েছে। এই জাহাজগুলি যাতে নিরাপদে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, সে বিষয়ে পদক্ষেপ করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করছি।’’

পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ভারতের জাহাজ চলাচল নিয়ামক সংস্থা ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিংও। জাহাজ সংস্থাগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে তারা। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে বিদেশি জাহাজে অন্তত তিন ভারতীয় নৌকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন এক জন। জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং ভারতীয় নাবিকদের দ্রুত সাহায্য করার জন্য ইতিমধ্যে একটি কুইক রেসপন্স টিমও গঠন করছে জাহাজ পরিবহণ মন্ত্রক।বুধবারই ইরানের ‘ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড’ দাবি করেছে, তারা হরমুজ প্রণালী ‘সম্পূর্ণ দখল’ করে নিয়েছে। সেই খবর প্রকাশ্যে আসতেই মাথায় হাত পড়েছে বিশ্বের অনেক দেশের। বর্তমানে হরমুজ প্রণালীর দু’দিকে আটকে রয়েছে শ’য়ে শ’য়ে জাহাজ। না-এগোতে পারছে, না-পিছোতে! ইরানের জারি করা বিধিনিষেধের কারণে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল স্তব্ধ। সেই ভিড়ে ভারতের মতো রয়েছে মার্কিন জাহাজও।

এক ডলারের দাম ৯২ টাকা!

ভারতীয় মুদ্রার পতনে সর্বকালীন নজির, কী কী কারণ দেখছেন বিশেষজ্ঞেরা?

নয়াদিল্লি ঃ আরও পড়ল টাকার দাম। বুধবার ডলারের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়মূল্য ৯২ টাকা ছাপিয়ে গিয়েছে। বুধবার সকালে বাজার খোলার সময়ে এক লাফে ৬৯ পয়সা বেড়ে ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময়মূল্য দাঁড়ায় ৯২.১৮ টাকা। সাম্প্রতিক অতীতে ডলারের তুলনায় টাকার দামে এতটা পতন দেখা যায়নি।

টাকার দামে ধারাবাহিক পতন চলছিল। কখনও ২৪ পয়সা, কখনও ১৭ পয়সা, কোনও কোনও দিন ৫, ৬ বা ৭ পয়সা করে বাড়ছিল বিনিময়মূল্য। পশ্চিম এশিয়ায় সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরির আগে থেকেই ভারতীয় মুদ্রায় এই পতনের ধারা চলছিল। আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতি সেই পতনে আরও জোরালো ধাক্কা দিয়েছে বলে মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞেরা।

সোমবারও বাজার বন্ধের সময়ে ডলারের তুলনায় টাকার বিনিময়মূল্য ছিল ৯১.৪৯ টাকা। ওই দিনও ডলারের তুলনায় টাকার দাম ধসেছিল ৪১ পয়সা। মঙ্গলবার বাজার বন্ধ ছিল। তার পরে বুধবার বাজার খুলতেই এক ধাক্কায় ফের ধস নামল টাকার দামে। বস্তুত, গত শনিবার থেকে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। তার পরে রবিবার বাজার বন্ধ ছিল। সোমবার বাজার খুলতেই ২৪ পয়সা পতন হয়েছিল ভারতীয় মুদ্রার দরে। বাজার বন্ধ হওয়ার সময়ে ধস আরও বাড়ে।

সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় মুদ্রার দামে এতটা পতন দেখা যায়নি। গত জানুয়ারিতে ডলার-টাকার বিনিময়মূল্য সবচেয়ে খারাপ পতন হয়েছিল (বিনিময়মূল্য ৯১.৯৮ টাকা)। সে দিক থেকে বুধবারের পতনই সর্বকালীন নজির বলে ব্যাখ্যা করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণেই এই ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় মুদ্রার দাম। আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেড়ে গিয়েছে। অশোধিত তেলের উর্ধমুখী দামই টাকার দরের পতন ঘটিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বস্তুত, পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনার মাঝে ব্রেন্ট অশোধিত তেলের দাম গত দু’দিনে প্রায় ১২-১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যারেলপিছু তেলের দাম ৮২ ডলার ছাপিয়ে গিয়েছে, যা ২০২০ সালের পর থেকে সর্বাধিক।

ভারতে যত অপরিশোধিত তেলের চাহিদা রয়েছে, তার বেশির ভাগই আসে অন্য দেশ থেকে। প্রায় ৮০ শতাংশ তেল আমদানি করে ভারত। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমদানি খরচও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশীয় মুদ্রার উপর চাপ তৈরি হয়।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, অশোধিত তেলের দাম ১ ডলার বৃদ্ধি পেলে ভারতের আমদানি খরচ প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে তা ভারতীয় মুদ্রার দরের উপরে প্রভাব ফেলার আশঙ্কা থাকে। এ ক্ষেত্রেও তেমনই হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

ইরানের ‘চাপে’ ট্রাম্পকে খুন করার ছক কষেন পাকিস্তানের ব্যবসায়ী!

নয়াদিল্লি ঃ ইরানের কথায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুন করার ছক কষেছিলেন পাকিস্তানের ব্যবসায়ী! আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের মধ্যেই এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। বুধবার আমেরিকার একটি আদালতে নিজেই সব কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ওই পাক নাগরিক আসিফ মার্চেন্ট।মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট’-এর প্রতিবেদন অনুসারে, নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন ফেডেরাল কোর্টে ওই পাক নাগরিকের বিচারপর্ব চলছে। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার আদালতের বিচারকদের সামনে ওই পাক নাগরিক দাবি করেন, ট্রাম্পকে খুনের বরাত দিয়েছিলেন ইরানের নাগরিক মেহরদাদ ইউসুফ, যিনি আবার সে দেশের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের সদস্য। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে তেহরান প্রশাসনের নাম।

৪৭ বছর বয়সি মার্চেন্ট আদালতে দাবি করেন, ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে খুনের বরাত দিয়ে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল। তবে কাকে বা কাদের হত্যা করতে হবে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। পরে নাকি বলা হয়, ট্রাম্প, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং সাউথ ক্যারোলাইনা প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর নিকি হ্যালেকে খুন করতে হবে।

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর প্রতিবেদন অনুসারে, তিন জনকে খুন করার জন্য দুই ঘাতককে খুঁজে বার করেছিলেন মার্চেন্ট। আগাম দিয়ে রেখেছিলেন ৫০০০ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬২ টাকা)। কিন্তু ওই পাক ব্যবসায়ী জানতেন না, যাঁদের তিনি খুনের সুপারি দিচ্ছেন, তাঁরা আসলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর এজেন্ট। ২০২৪ সালের জুন মাসে ধরা পড়ে যান মার্চেন্ট। তাঁর ছকও বানচাল হয়ে যায়।যদিও মার্চেন্ট দাবি করেছেন, চাপের মুখে এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। না হলে নাকি ইরানে থাকা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রাণসংশয় হতে পারত। আদালতে তিনি বলেন, ‘‘আমার কাছে অন্য কোনও উপায় ছিল না। আমার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল।’’ প্রতিবেদন অনুসারে, মার্চেন্ট আগে পাকিস্তানের একটি ব্যাঙ্কের উচ্চপদে কাজ করতেন। পরে তিনি কলার ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু সাফল্যের মুখ দেখেননি। কী ভাবে তিনি ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের এক সদস্যের সংস্পর্শে এলেন, তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

ঘটনাচক্রে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ট্রাম্প দাবি করেছেন, ২০২৪ সালে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই তাঁকে দু’বার হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। ট্রাম্প বলেন, ‘‘উনি (খামেনেই) আমাকে পাওয়ার আগে আমিই ওঁকে পেয়ে গিয়েছি। ওঁরা দু’বার চেষ্টা করেছিলেন।

বিদ্যুৎচুরির বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান তীব্র

৮ বছরে ৫৪ হাজারের বেশি হুকলাইন বিচ্ছিন্ন, নিগমকে জিরো টলারেন্সের নির্দেশ বিদ্যুৎমন্ত্রীর

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। রাজ্যে বিদ্যুৎ চুরি এবং হুক লাইনের মাধ্যমে অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবার কার্যত জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড (টিএসইসিএল)। বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, বিদ্যুৎ চোরদের কোনও ভাবেই রেয়াত করা হবে না। আইনানুগ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ চুরি রুখে দেওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন নিগমকে।

মন্ত্রী আরও বলেন, বিদ্যুৎ চুরি শুধু সরকারের আর্থিক ক্ষতিই ডেকে আনে না, বরং এর ফলে বৈধ গ্রাহকদের পরিষেবাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বিদ্যুৎ চুরি রোধ করতে নিগমের ভিজিল্যান্স দলকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদেরও এই অভিযানে এগিয়ে এসে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, মন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী গোটা রাজ্যে ভিজিল্যান্স কার্যক্রম ইতিমধ্যেই জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত ঝটিকা অভিযান চালিয়ে অবৈধ হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ চোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, গত কয়েক বছরে নিগমের ভিজিল্যান্স উইং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে শুধু হাজার হাজার হুক লাইন বিচ্ছিন্নই করেনি, বরং জরিমানা হিসেবে রাজ্যের কোষাগারেউল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ জমা করেছে।নিগমের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রাজ্যে মোট ৫৪ হাজার ৬০৪টি অবৈধ হুক লাইন এবং বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই আট বছরে বিদ্যুৎ চোরদের বিরুদ্ধে মোট ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার বেশি জরিমানা ধার্য্য করা হয়েছে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ১১ কোটি ২১ লক্ষ টাকারও বেশি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে নিগম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত দুই অর্থবর্ষে এই অভিযানের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলেই জরিমানা আদায়ের পরিমাণও অনেক বেড়েছে। নিগমের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৯৬৫২টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। সেই বছর জরিমানা ধার্য্য করা হয় ৯৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, যার মধ্যে আদায় করা হয় ৮১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭ হাজার ১১৯টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং জরিমানা ধার্য্য করা হয় ৭১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, যার মধ্যে ৬২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা আদায় করা সম্ভব হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪ হাজার ৩৩টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়। সেই সময় জরিমানা ধার্য্য করা হয়েছিল ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং আদায় করা হয় ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪ হাজার ৭৫টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করে ৬০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হয়, যার মধ্যে আদায় করা হয় ৪৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। পরবর্তী বছরগুলিতে এই অভিযানের গতি আরও বাড়তে শুরু করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ৭৮২টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং জরিমানা ধার্য্য করা হয় ১ কোটি ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এর মধ্যে আদায় করা হয় ৬৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা।২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫ হাজার ১৯৬টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং জরিমানা ধার্য্য করা হয় ২ কোটি ৬২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এর মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অভিযানের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। সেই বছরে ৯ হাজার ৯৪২টি হুক লাইন চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করা হয়। জরিমানা ধার্য্য করা হয় ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা এবং আদায় করা হয় ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইতিমধ্যেই ৯ হাজার ৮০৫টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে জরিমানা ধার্য্য করা হয়েছে ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা এবং আদায় করা হয়েছে ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। শুধুমাত্র চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই নিগমের ভিজিল্যান্স স্কোয়াড অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মাসিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যুৎ সাব-ডিভিশন এলাকায় মোট ৮৩টি বড় ধরনের অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানে এক মাসেই ৭৭২টি হুক লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৬৪৩টি বিদ্যুৎ মিটার পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৮৬টি মিটারে কারচুপির ঘটনা ধরা পড়ে। ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৫০ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হয়েছে এবং বকেয়া সহ মোট ৩৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৭৩১ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মভঙ্গের দায়ে ২৮৩টি বিদ্যুৎ সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা জানান, হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি শুধু সরকারের বিপুল আর্থিক ক্ষতির কারণ নয়, এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উপরও চাপ তৈরি হয়। অনেক সময় ভোল্টেজ ওঠানামা এবং লোড শেডিংয়ের সমস্যার মুখে পড়তে হয় বৈধ গ্রাহকদের। তাই বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করা গেলে রাজ্যে আরও স্থিতিশীল এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করা সহজ হবে।নিগমের পক্ষ থেকে আবারও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, হুকিং বা মিটারে কারচুপি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। যারা এখনও এই পথে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড সাধারণ মানুষের প্রতি আবেদন জানিয়েছে, তারা যেন বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার করেন এবং কোথাও বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা নজরে এলে দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানান। বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথের কঠোর নির্দেশ এবং ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুর সক্রিয় তদারকির ফলে এই অভিযানে আরও গতি আসবে বলেই মনে করছে বিদ্যুৎ নিগম। নিগমের মতে, বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে এই কঠোর অবস্থান রাজ্যে একটি সুস্থ ও সুশৃঙ্খল বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এআরসি ব্যাপক ফলন

আগরতলা,৪ মার্চ।। অর্গানিক পদ্ধতিতে এআরসি আলু চাষের ক্রপ কাটিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো কেল্লা কৃষি মহকুমায় ।আলুর ফলন দেখে খুশি কৃষক থেকে শুরু করে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকরা। গত কয়েক বছর ধরে রাজধানী আগরতলার নাগীছড়া এলাকার রাজ্যিক উদ্যান এবং বাগিচা ফসল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে রাজ্যে এআরসি পদ্ধতিতে আলু চাষ হচ্ছে। এবছর ত্রিপুরা স্টেট অর্গানিক ফ্রেমিং ডেভেলপমেন্ট এজেন্সীর সহায়তায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে প্রথমবারের মতো অর্গানিক পদ্ধতিতে এআরসি আলু চাষ করা হয়। অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি গোমতী জেলা উদ্যান এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টরের অফিসের উদ্যোগে কিল্লা কৃষি মহকুমায় অর্গানিক পদ্ধতিতে এ আর সি আলু চাষ করা হয়। মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষ করা এআরসি আলুর ক্রপ কাটিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় কিল্লা কৃষি মহকুমায়। এদিন পূর্ব কুপিলং এলাকার কৃষকদের জমিতে ক্রপ কাটিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ দিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা উদ্যান এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর দেবাশীষ দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দেবাশীষ সরকার, রাজ্যিক উদ্যান এবং বাগিচা ফসল গবেষণা কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর অবিনাশ দাস, ডেপুটি ডিরেক্টর এবং এআরসি প্রকল্পের নোডাল অফিসার অরিন মজুমদার, কিল্লা কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক শুভেন্দু মজুমদার, আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র সিপএর ত্রিপুরা রাজ্যের আধিকারিক রঙ্গনাথন সহ কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারী ও স্থানীয় এলাকার জাতি জনজাতি অংশের কৃষকরা।

দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণাণ

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। দু'দিনের সফরে আগামী ৭ মার্চ রাজ্যে আসছেন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণাণ। তাঁর এই সফরকে ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

এই সফর সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানাতে গিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার জানান, ৭ মার্চ উপ রাষ্ট্রপতি রাজ্যে আসবেন। ৮ মার্চ সকালে আগরতলায় অবস্থিত অ্যালবার্ট এক্কা ওয়ার মেমোরিয়ালে বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি। এরপর তিনি উদয়পুরে গিয়ে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পুজো দেবেন।

এরপর ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪তম সমাবর্তন উৎসবে যোগ দেবেন তিনি। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি প্রদান সহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এছাড়াও হাঁপানিয়াস্থিত ইন্টারন্যাশনাল মেলা প্রাঙ্গণে লাখপতি দিদিদের সঙ্গেও মত বিনিময় করার কথা রয়েছে তাঁর।

মন্ত্রী রতনলাল নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আগরতলাস্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার

আগরতলা, ৫ মার্চ: আজ দপ্তরে মন্ত্রী রতনলাল নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আগরতলাস্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার হাসান আলবাশার আবুল উলায়ী। ভারত ও বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন তাঁরা। এদিন সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, সাক্ষাৎকারে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আন্তরিকতা, পারস্পরিক সম্মান ও সৌহার্দ্যের পরিবেশে এই বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানা গেছে। তিনি আরও লেখেন, আলোচনায় সীমান্তের দুই প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের উন্নয়ন ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে উঠে আসে। দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও দৃঢ় হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

খোয়াই টাউন হলে যক্ষ্মা বিষয়ক জেলা স্তরীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচি-এর আওতায় খোয়াই জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মাল্টি পারপাস সুপার ভাইজার, কমিউনিটি হেলথ অফিসার এবং মাল্টি পারপাস ওয়ার্কারদের জন্য এক জেলা স্তরীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মশালা গত ২ মার্চ ২০২৬ তারিখে খোয়াই ওল্ড টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়। খোয়াই জেলা যক্ষ্মা নিবারণ কেন্দ্রের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট টিউবারকিউলোসিস অফিসার খোয়াই ডাঃ রাজ কিশোর দেববর্মা, ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার শুভজিৎ লোধ, খোয়াই জেলা সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার অনিমেষ ভট্টাচার্য্য, সহ খোয়াই যক্ষ্মা নিবারণ কেন্দ্রের অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। উক্ত প্রশিক্ষণে জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির বিভিন্ন দিক, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা প্রটোকল, নিক্ষয় পোর্টালের ব্যবহার, রোগী অনুসরণ ব্যবস্থা, ওষুধ সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যক্ষ্মা প্রতিরোধ, নির্ণয় ও চিকিৎসা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কেন্দ্র ও রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজের পরিদর্শনে লখনউ সফরে ত্রিপুরার সাংবাদিক দল

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) আগরতলার উদ্যোগে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ শহরে 'পরিদর্শন সফরে' (প্রেস ট্যুর) যাচ্ছেন রাজ্যের একদল সাংবাদিক। আগরতলা থেকে ৫ মার্চ রওয়ানা দিয়ে ১১ মার্চ পুনরায় ফিরে আসবে এই দলটি। পিআইবি নিয়মিত ভাবে সাংবাদিকদের তথ্যসমৃদ্ধ করতে ও দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সরাসরি দেখার সুযোগ করে দিতে এই 'প্রেস ট্যুর'র আয়োজন করে।

এবারকার সফরে দলটি উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। তাছাড়া পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে অযোধ্যার উন্নয়নের রূপরেখা অনুধাবন করা, ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষের (এন.এইচ.এ.আই.) বিভিন্ন প্রকল্প ও এক্সপ্রেসওয়ে পরিদর্শন করা, ভারতীয় রেলের গবেষণা, নকশা ও মান সংস্থা (আর.ডি.এস.ও.) পরিদর্শন, লখনউ মেট্রো'র পরিবহণ ব্যবস্থা ঘুরে দেখা, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেড (এইচ.এ.এল.)-এর কাজ সম্পর্কে জানা, 'এক জেলা এক পণ্য' উদ্যোগের অংশ হিসেবে হস্তশিল্প 'চিকনকরি' কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করবে।

সাংবাদিকদের এই দলে ত্রিপুরা ভবিষ্যত পত্রিকার সম্পাদক চন্দ্রা রায়, জাগরণ-এর সম্পাদক সন্দীপ বিশ্বাস, ত্রিপুরা অবজার্ভার-এর সাংবাদিক অভিজিত নাথ, নর্থইস্ট কালার্স-এর সংবাদ প্রতিনিধি শ্যামলকৃষ্ণ রায়চৌধুরি, নিউজ ভ্যানগার্ড'র বার্তা সম্পাদক দেবব্রত চক্রবর্তী, নিউজ টুডে'র সাংবাদিক চন্দ্রিমা সরকার এবং ত্রিপুরা টাইমসের বার্তা সম্পাদক জয়দীপ চক্রবর্তী আছেন। সফরে পরিচালন কর্মকর্তা হিসেবে থাকছেন পিআইবি গুয়াহাটির (এনইজেড) অতিরিক্ত মহাপরিচালক শ্রী কৃপাশংকর যাদব।

এই সফর সাংবাদিকদের জন্য দেশের উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তব চিত্র বোঝার ক্ষেত্রে এবং তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনের একটি সুযোগ হিসেবে পরিগণিত হবে। সফরের শেষে তাঁরা প্রতিটি পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন।

জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সকলকে নিয়ে আমরা নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। এডিসি এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া জনজাতিদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই আগামী এডিসি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের জয় সুনিশ্চিত করতে হবে। জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সকলকে নিয়ে আমরা একটা নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই। আজ গোমতী জেলার আঠারোভোলায় বাগমা মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এক যোগদান সভায় উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রে আগেও কয়েকবার এসেছি আমি। এই কেন্দ্রেই সবচাইতে বেশি আসতে হয়েছে আমাকে। গত পরশুদিন দিন দিল্লি থেকে ফিরে গতকালই আমি খুমুলুঙে গিয়েছি। জনজাতি ভাইবোনদের নিয়ে সেখানে একটা বিশাল বড় র‍্যালি হয়েছে। এডিসির সদর কার্যালয়ে সেই র‍্যালি নিয়ে ইতিমধ্যে কম্পন শুরু হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে জনজাতি ভাইবোনেরা ভারতীয় জনতা পার্টির উপর আস্থা বিশ্বাস রেখেছে। যতক্ষন পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি এডিসিতে সরকার গঠন করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত জনজাতিদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভারতীয় জনতা পার্টি মানে উন্নয়ন। এই পার্টির কাছে উন্নয়ন ছাড়া কোন কথা নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির এক একজন কর্মী সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করেন। যেখানে অন্যান্য পার্টির কাছে এধরণের কোন পদ্ধতি নেই। তারা শুধু নিজেদের জন্য চিন্তাভাবনা করেন, নিজের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন। তাদের কাছে প্রথমে নিজে, তারপর বাদবাকি। আর আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নীতি হচ্ছে প্রথমে রাজ্য, দেশ, তারপর পার্টি, তারপর নিজে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন ধরে দেখছেন যারা এডিসিকে পরিচালনা করেছে কিভাবে করেছে? মনে হচ্ছে এডিসি যেন তাদের কাছে একটা টাকার খাজনা। এখানে যেভাবে হোক সেই জায়গা দখল করতে হবে এবং লুটেপুটে খাবো — এই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি সর্বময় কর্তা, যিনি অভিভাবক তিনি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, ম্যা খুদ ভি নেহি খায়ুঙ্গা, অর দুসরে কো ভি খানে নেহি দুঙ্গা। আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকারে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে অনুপ্রাণিত করেন সেভাবে আমাদেরও চলতে হয়। প্রত্যেকটি পয়সা মানুষের উন্নয়নে নিয়োজিত করতে হবে। সেই দিশায় ভারতীয় জনতা পার্টি কাজ করছে।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ২০১৮ সালের আগে অনেকে অনেক কথা বলেছেন যে ত্রিপুরায় কমিউনিস্টদের সরানো যাবে না। কিন্তু আপনারা সবাই মিলে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দর্শনে ৩৫ বছরের দুঃশাসন হঠিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ বছর ধরে আমরা সরকার চালাচ্ছি। কেউ বলতে পারবেন না কোন জায়গার মধ্যে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তাই বলছি যে এখানে থানসা থানসা থানসা করা হচ্ছে। আমি যে কাজটা করি, পরের দিন তারাও সেই একই কাজ করছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী বলছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস। অর্থাৎ সকল অংশের মানুষের বিকাশ। আমরা সবার উন্নয়নের কথা বলছি। তাই আমরাই প্রকৃত থানসা। জাতি জনজাতি মণিপুরী সংখ্যালঘু সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা একটা নতুন ত্রিপুরা তৈরি করতে চাই। আগে বলছে থানসা থানসা। এখন দেখা যাচ্ছে যে তারা সংখ্যালঘু আর বাঙালিদেরও নিয়ে এসেছে। তবে সেখানে আমাদের কথাটাই সত্যি। মিথ্যে প্রলোভন, মিথ্যে সুড়সুড়ি, সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে এতদিন রাজনীতি করা হয়েছে। তাদের নিজেদের উপর নিজেদের বিশ্বাস নেই। তাই এখন পদের প্রলোভন দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে নেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, তৎকালীন সময়ে রাজ্যের জনজাতিদের বিভ্রান্ত করে উগ্রপন্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এই কমিউনিস্টরা তাদের সময়ে এসব সৃষ্টি করেছিল। কারণ তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে বসে থাকতে চেয়েছিল। সন্ত্রাসের মাধ্যমে তারা সরকার চালাতে চেয়েছিল। সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেসব সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীরা এখন মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। ক্রিয়াং শরণার্থীদের দীর্ঘ বছরের সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। তাদের প্রায় ৮০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়ে ১২টি জায়গায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, গোমতী জেলার সভানেত্রী সবিতা নাথ, মন্ডল সভাপতি অমর জমাতিয়া, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি বাগানহরি মলসম সহ অন্যান্য জনজাতি নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এদিন এই সভায় ৫৩টি পরিবারের ১৯২ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। তাদের বিজেপি দলে বরণ করে নেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

উপনির্বাচন ঘিরে পারদ মাপবেন সরকার প্রধান এডিসিতে ঝড়ো প্রচার

খবরে প্রতিবাদ, ৫ মার্চ।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝড়ো প্রচার চলছে মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহার। একের পর এক কর্মসূচি সংগঠিত করে যাচ্ছেন তিনি। বেশ কয়েকটি জায়গায় সমাবেশও সংগঠিত করা হয়েছে। এডিসি সদরেও কর্মসূচি সংগঠিত করেছেন সরকার প্রধান। মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা বলেছেন জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নই বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।তিনি এও বলেছেন আগামীতে এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এডিসি নির্বাচন একদিকে, অপরদিকে ধর্মনগরে উপনির্বাচন। দুটোই এখন সরকার প্রধানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তার পাশাপাশি রণকৌশলের বৈঠকও জারি রেখেছেন ডা সাহা।আগামী ৬ মার্চ ধর্মনগরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা। সেখানে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিও। উপনির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের তৎপরতা তুঙে। খুব শীঘ্রই ধর্মনগর উপনির্বাচনের দিনতারিখ ঘোষণা করা হবে। এমনটাই দাবি সংশ্লিষ্ট মহলের। আর আগে পারদ মাপতে ধর্মনগরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরাও মনে করছেন। এদিকে এডিসি সদরে কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নই ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আসন্ন এডিসি নির্বাচন ও ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে বিশাল ব্যবধান নিয়ে জয়ী হবে ভারতীয় জনতা পার্টি। আর এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বেড়েছে।এডিসির সদর কার্যালয় খুমুলুঙ বাজারে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে এক বিশাল শোভাযাত্রা খুমুলুঙের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। সেই শোভাযাত্রায় বিশাল অংশের কর্মী সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সামনেই এডিসি নির্বাচন। আর এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ এডিসির সদর কার্যালয় খুমুলুঙে এক বিশাল র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এই র‍্যালির নাম দেওয়া হয়েছে জনজাতি ক্ষমতায়ন ও ত্রিপুরার ক্ষমতায়ন। এই নাম থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস ও সবকা বিশ্বাস সকলের হওয়া প্রয়োজন। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছেন।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751